এসএসসির চতুর্থ দিনে সর্বাধিক ১৩০ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার

নকল সরবরাহ করায় আটক চার শিক্ষক, দায়িত্বে অবহেলায় ২২ জনকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষার চতুর্থ দিনে সর্বাধিকসংখ্যক পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে। নকল ও পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে গতকাল রবিবার দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ১৩০ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

গতকাল সাধারণ ৯টি শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র এবং মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের

অধীনে গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর হার ছিল ১.৮৫ শতাংশ।

গতকাল আন্ত সমন্বয় শিক্ষা বোর্ড থেকে এসব তথ্য জানানো হয়।

বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২৭ জন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৯ জন এবং সাধারণ ৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৯৪ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী বেশি ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে। এই বোর্ডের অধীনে এদিন ৩২ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ঢাকা বোর্ডে ১৭ জন, বরিশালে ১৬ জন, কুমিল্লায় ১৪ জন, দিনাজপুরে ১২ জন, চট্টগ্রামে দুজন ও সিলেট শিক্ষা বোর্ডে একজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

গতকাল পরীক্ষাকেন্দ্রে নকল সরবরাহের দায়ে চার শিক্ষককে আটক করা হয়েছে। বরগুনার তালতলীতে দাখিল পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে থেকে নকল সরবরাহ করার সময় তাঁদের আটক করা হয়। একই সময়ে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে দায়িত্বে অবহেলার কারণে অন্তত ২২ শিক্ষককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বরগুনার আমতলীতে দাখিল পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে আট শিক্ষক, ফরিদপুরের সালথায় দাখিল পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে ছয় শিক্ষক, নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ বহুমুখী মডেল উচ্চ

বিদ্যালয় থেকে দুজন শিক্ষক, নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে চারজন শিক্ষক ও ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার ধোলাইরচর বরকতিয়া আলিম মাদরাসা থেকে দুজন শিক্ষককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা (ইউএনও) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অনুপস্থিতি : গতকাল মোট ১৯ লাখ ৪৩ হাজার ৪৬৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল ৩৫ হাজার ৮৬৫ জন পরীক্ষার্থী। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দুই লাখ ৮৬ হাজার ৬০৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল ৪.৮৪ শতাংশ বা ১৩ হাজার ৮৭০ জন পরীক্ষার্থী। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এক লাখ ১৮ হাজার ৭৭৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল ২.৮৫ শতাংশ বা তিন হাজার ৩৮৯ জন পরীক্ষার্থী । সাধারণ ৯টি শিক্ষা বোর্ডের মোট ১৫ লাখ ৩৮ হাজার ৮০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে এদিন অনুপস্থিত পরীক্ষার্থী ছিল ১.২১ শতাংশ বা ১৮ হাজার ৬০৬ জন। বরিশাল শিক্ষা বোর্ড অনুপস্থিতির হার ছিল সর্বাধিক ১.৩৮ শতাংশ। অনুপস্থিতির হার সবচেয়ে কম ছিল ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে, শূন্য দশমিক ৯৭ শতাংশ।